তারিখ 17 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

যুগান্তর

শিক্ষক সংকটের নিরসন কবে?

আবীর বসাক

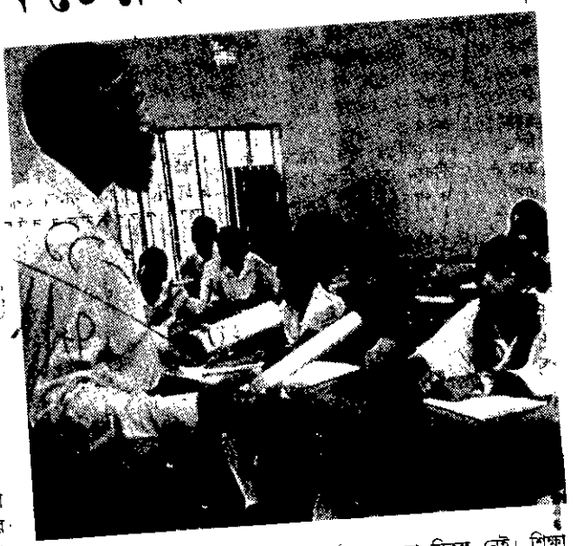

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার হাতিয়ার হচ্ছেন শিক্ষক। তাদের বলিষ্ঠ দিকনির্দেশনায় ও সুপরামর্শে চলার পথ খুঁজে পায় শিক্ষার্থীরা। অনুপ্রেরণা পায় নিজ নিজ লক্ষ্যে পৌঁছতে। অথচ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় রয়েছে শিক্ষকের সংকট। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক সংকটের ভয়াবহ চিত্র। স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে শিক্ষক সংকটের ভয়াবহ চিত্র। কী সরকারি, কী বেসরকারি— সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই।

তবে শহর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় মফস্বল এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ সমস্যা আরও মারাত্মক। চরাঞ্চল কিংবা প্রত্যন্ত এলাকার অবস্থা আরও নাজুক। কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে হাতেগোনা কয়েকজন শিক্ষক দিয়ে। আবার কোথাও নিয়োগ না দিয়ে অতিথি শিক্ষক দিয়ে কোনোমতে চালিয়ে নেয়া হচ্ছে পাঠদান কার্যক্রম। শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সব শিক্ষার ভিত্তি বলা হয়েছে। অথচ এ সেক্টরের অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের তথ্যমতে, সারা দেশে ৪ হাজার ৫১২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। পাশাপাশি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ৩০ হাজার ১০৫টি। দুই শতাধিক সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদও রয়েছে শূন্য। শিক্ষক ও কর্মকর্তা স্বল্পতার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ওপর। এ কারণে শিশুদের মধ্যে ঝরে পড়ার হার বেড়ে যাচ্ছে।

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। একটি সুস্থ, সুন্দর, উন্নত জাতি গঠনে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় যদি শিক্ষকই না থাকে, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে উঠবে কীভাবে? শিক্ষা ও উন্নয়ন একই সুতায় গাঁথা। দেশকে মধ্য আয়ের পর্যায়ে নিতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নয়নের প্রতিফলন ঘটানো অপরিহার্য।

শিক্ষার্থী, বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বিটেক), কালিহাতি, টাঙ্গাইল